কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ ২০১১

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®

চেন্নাইতে পোঙ্গাল

পোঙ্গালের সময় মানাপাক্কাম আশ্রমে অভ্যাসীদের ভীড় একেবারে উপচে পড়ে। দেশী–বিদেশী মিলিয়ে গুরুদেব অনেকগুলো বিবাহ সম্পন্ন করান। এরপর তিনি নাট্রামপল্লী ও মানাপাক্কামে অনুষ্ঠিত একমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরেরে স্কলারদের শংসাপত্র প্রদান করেন। সুপরিচিত তামিল চলচিত্র পরিচালক ভ্রাঃ লিঙ্গুস্বামীকে তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে কটেজের মধ্যে গুরুদেবের ও আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে ছবি তুলতে দেখা যায়। বাবুজী মণ্ডপের কাছে একদল অভ্যাসীদের সাথে কথোপকথনরত অবস্থায় গুরুদেবের কিছু ছবিও তিনি তোলেন।

13 জানুয়ারী তিনি কার্যকরী সদস্য সমিতির মিটিং পরিচালনা করেন। এরপর কর্মকর্তাদের সাথে সাধারণ বাক্যালাপের সময় গুরুদেব বলেন – মিশনে কাজের জন্য যোগ্য প্রতিনিধি সনাক্ত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, "বাবুজী আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি চরিত্রবাণ ও শিক্ষিত লোক সনাক্ত করো, তাহলে আমি তাকে ক্ষমতা প্রদান করবো'।"

15 জানুয়ারী বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে প্রায় 4500 অভ্যাসী ও 500 শিশু সমবেত হন। সকালে গুরুদেবের সৎসঙ্গ পরিচালনার পর ভ্রাতা আর. চক্রপাণি গুরুদেবের প্রতি তাঁর প্রেমসিক্ত ভাষণ প্রদান করেন। পুরানো তামিল চলচিত্রের গান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তা আধ্যাত্মিকতা ও গুরুদেবের সঙ্গে এক যোগসূত্র গেঁথে দেন।

16 জানুয়ারী মাট্টু পোঙ্গালের দিনে গুরুদেব প্রথামত আশ্রমের গোয়ালঘর পরিদর্শন করেন ও গরুদের অভিনন্দন জানান। কৃষকেরা চারিদিক নানা ফুলে সজ্জিত করেন।

এই সময় গুরুদেব দীর্ঘদিন পর তাঁর দুবাই পরিদর্শনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। 19 জানুয়ারী সকালে তিনি দুবাই রওনা হন।

দুবাই

21 জনুয়ারী, 2011, দুবাইতে SMSF ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন

মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে SMSF এর ক্ষেত্রে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। 1994 সালে কেউ গুরুদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এখানে কোনদিন ধ্যানকেন্দ্র গড়ে উঠবে কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "যদি তোমাদের লোকেরা ধ্যান করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তবে তাঁর কৃপায় অবশ্যই একদিন তা গড়ে উঠবে"। বিগত দুই দশক যাবৎ গুরুদেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আজ প্রায় 1500 অভ্যাসী ও 100 জন প্রশিক্ষক তৈরী হয়েছে।

19 জানুয়ারী গুরুদেবকে সেখানে হার্দ্যিক স্বাগত জানানো হয়। যদিও সময়টা ছিল মধ্যাহ্নভোজের তবুও তিনি সমবেত সকলকে সিটিং দেন। 20 জানুয়ারী গুরুদেব ইরানিয়ান ক্লাবের সভাকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং বলেন, গত 6 বছর আগে তিনি এখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেছিলেন। এরপর গত কয়েকবছর যাবৎ ক্লাবের অকুন্ঠ সহযোগিতার জন্য কর্মকর্তাদের একটি করে স্মরণিকা উপহার দেন।

21 জানুয়ারী নতুন দুবাইতে জুমেইরা লেক টাওয়ারে একটি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। আশ্রম কমিটি ও UAE প্রশিক্ষকরা গুরুদেবকে সেখানে স্বাগত জানান। ধ্যান কক্ষটি তিনি শ্রদ্ধেয় বাবুজী মহারাজকে উৎসর্গ করেন।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

প্রায় 1100 অভ্যাসী ধৈর্য্যসহকারে গুরুদেবকে দেখার জন্য উদ্যানে অপেক্ষা করছিলেন। অনেকগুলো পর্দায় তাঁর কার্যকলাপ দেখানো হচ্ছিল। তিনি ফিতা কেটে পর্দা সরিয়ে সুন্দর ব্যাকড্রপ প্রকাশ্যে আনেন। তারপর কেন্দ্রের দেওয়ালে লেখা সহজমার্গের গুরুদের নানা কথা পড়ে দেখেন।

সৎসঙ্গের পর, গুরুদেব লক্ষ্য করেন যে, সদ্য সমাপ্ত সিটিং এর বিষয়ে অনেককিছু বলা যেতে পারতো। এই আনন্দ উৎসবকে স্মরণ করার জন্য তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যাতে এই অঞ্চলে তাঁর সফরের নানা ছবি রয়েছে এবং এই অঞ্চলে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ সম্বলিত এক ডিভিডি প্রকাশ করেন।

সেখানে অবস্থানকালীন গুরুদেব পাকিস্তান, কুয়েত, বাহরিণ, ওমান, ইরাণ, সৌদি, আল্জেরিয়া, টিউনিসিয়া ও ঈজিপ্ট থেকে আগত ছোট ছোট অভ্যাসীদলের সঙ্গে দেখা করেন। এহেন অধিবেশনগুলিতে গুরুদেব তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে সকলকে যেমন কিছু নির্দেশ দেন আবার উৎসাহ যুগিয়েও তাঁর কাছে টেনে আনেন। পাকিস্তান থেকে আগত 20 জন অভ্যাসীর সঙ্গে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেন। অনেকের কাছে এ ছিল তাঁদের প্রথমবার গুরুদেবের সান্নিধ্যে অবস্থান।

এই অবসরে তিনি অভ্যাসীদের বাড়িতে কিছু সময় কাটান এবং সিটিং দেন অথবা কতক বিশ্রামের ফাঁকে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং সবসময় অভ্যাসীদের আত্মিক দিকের প্রযত্ন করেন। গুরুদেব বেশ কয়েকবার বাজারে বের হন। সেখানকার মানুষজনকে ও বাতাবরণকে তাঁর প্রেমসিক্ত উপস্থিতি দিয়ে বারবার ছুঁয়ে যান, যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

মানব একাত্মতার ক্ষেত্রে SMSF ধ্যানকেন্দ্র এক উল্লেখযোগ্য স্থান যা

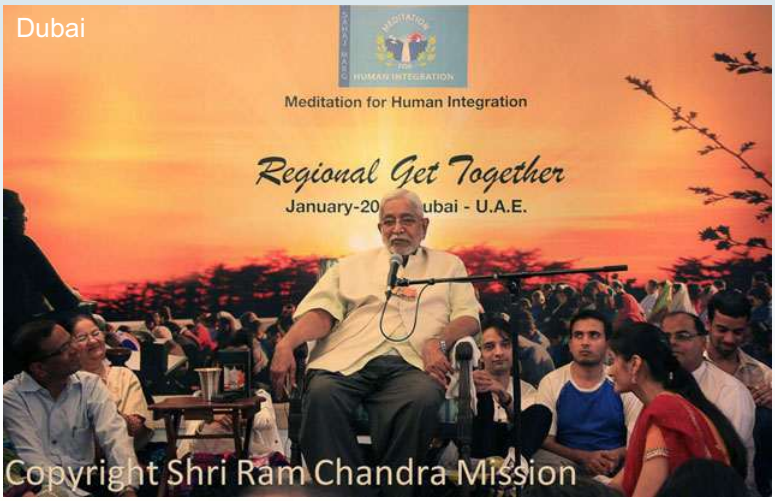

সকলে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কাজে লাগাতে পারবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এর প্রয়োজন অতি আবশ্যক।

গুরুদেবের কথোপকথনের কিছু মূল্যবান অংশ :

❖বাবুজী বলতেন, "কোনকিছু সহজ দেখতে হলেও অত সহজ নয়, আবার দেখতে কষ্টকর হলেও তা কষ্টকর নয়"।

❖একজন ভগিণী এসে গুরুদেবকে বলেছিলেন; "আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি"। উত্তরে গুরুদেব বলেছিলেন, "আমাদের সকলের সাহায্যের প্রয়োজন, আমি তোমায় সাহায্য করি, তুমিও অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবে, আর এভাবেই দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে যাবো। আমি কৌতুক করছি না। আমি হাসি কিন্তু কৌতুক করি না। আমি গুরুত্ব দিয়ে বলছি। আমি সাহায্য দিতে প্রতিজ্ঞা করছি এবং তুমিও আমাকে তোমার সহায়তা প্রদান করো"।

❖"আমাদের আলোচনা চক্র প্রশিক্ষণমূলক হওয়া উচিত নয়, বরং তা উৎসাহমূলক হওয়া উচিত"।

❖এ অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেন, "পরিবর্তন আসছে, ধীরে হলেও তা অবশ্যম্ভাবী --- এর জন্য চাই ধৈর্য্য ও প্রার্থনা"।

গুরুদেবের উত্তর ভারত পরিদর্শন

28 জানুয়ারী থেকে 13 ফেব্রুয়ারী 2011

দুবাইতে 10 দিনের সফর শেষে গত 28 জানুয়ারী গুরুদেব দিল্লীতে পৌঁছান। 29 জানুয়ারী দুটো সৎসঙ্গ শেষ করে 30 জানুয়ারী তিনি গুরগাঁও আশ্রমে পৌঁছান এবং সেখানে রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

Rudrapur

তিনি নবনির্মিত দ্রোণাচার্য্য মূর্তি উন্মোচন করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি তাঁর অফিসের বাইরে আসেন ও অভ্যাসীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। 1 ফেব্রুয়ারী তিনি দুটো বিবাহ সম্পন্ন করান এবং সড়কযোগে রুদ্রপুর রওনা হন।

রুদ্রপুরে লালাজী মহারাজের জন্মদিন পালন

রুদ্রপুরে সকাল 7–30 মিনিটে গুরুদেবের উপস্থিতিতে কটেজের মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। আশেপাশের কেন্দ্র থেকে প্রায় 200 জন অভ্যাসী আদি গুরু লালাজী মহারাজের জন্মদিন উদ্‌যাপন করার জন্য সমবেত হন। গুরুদেব খুবই উৎফুল্ল ছিলেন এবং তাঁর উপর কোনরকম ক্লান্তির ছাপ চোখে পড়ে নি। গুরুদেব সন্ধ্যা 5 টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর ভ্রাঃ গুরুপ্রীত ভজন পরিবেশন করেন। গুরুদেবের মতে অনুষ্ঠান 'আফতাবে মারফৎ' এ সমাপ্ত হয়। হিমালয়ান আশ্রম সৎকোলে যাবার আগে গুরুদেব রুদ্রপুরে কতক বিশ্রাম নেন।

নৌকুচিতালে অবস্থান

গত 4 ফেব্রুয়ারী গুরুদেব নৌকুচিতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে তাঁর অফিসের কতক পুনর্নির্মাণ তাঁর পছন্দমতো করা হয়। তিনি আরও অতিরিক্ত একদিন সেখানে থাকার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর অফিসে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রায় 200 অভ্যাসী ঘরে ও বারান্দায় সুষ্ঠুভাবে বসেন। তিনি তৃপ্তি ও বেদনার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তৃপ্তি কিভাবে একজনকে দুর্বল করে দেয় আর ব্যথা–বেদনা ঠিক তেমনই মানুষকে দৃঢ় করে তোলে। একজন দর্শনার্থী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন – আমাদের হৃদয় যখন আগে থেকেই বিশুদ্ধ তখন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন কেন ? গুরুদেব বলেন – বিশুদ্ধ হৃদয়ই যথেষ্ট নয়। এ হল মূল প্রয়োজন। যখন আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ থাকে তখন তাতে দিব্যতা স্থাপন করা প্রয়োজন হয়। গুরুদেব রবিবার সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে সৎকোল রওনা হয়ে যান।

Naukuchiatal

সৎকোলে বসন্ত পঞ্চমী

6 ফেব্রুয়ারী খারাপ রাস্তার জন্য গুরুদেব সকাল 11টায় সৎকোল পৌঁছান। যে সব অভ্যাসীরা বিনা অনুমতিতে সেখানে যান, তাঁদের মধ্যাহ্নভোজের পর চলে যেতে বলা হয়। 7 ফেব্রুয়ারী সকাল 9টায় গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং পর পর দুটো বিবাহ সম্পন্ন করেন। এরপর সেখানে গ্রন্থাগার ও আলোচনা কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি বলেন আমাদের উচিত বছরে অন্ততঃ একবার এখানে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করা।

8 ফেব্রুয়ারী সকাল 9টায় গুরুদেব বসন্ত উৎসবের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তিনি গত কয়েক বছর যাবৎ লাগাতার সৎকোলে বসন্ত উৎসব পালন করছেন। সৎসঙ্গ পরিচালনার পর তিনি একেবারে বিধ্বস্ত ছিলেন তবুও মিশনের নতুন প্রকাশনা উন্মোচন করেন। এরপর গুরুদেব ব্যবস্থাপনা নীতির উপর আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে যোগ দেন। এই আলোচনা চক্র এই বিষয়ে পারদর্শী এক অভ্যাসী আয়োজন করেন। গুরুদেব প্রায় দেড় ঘন্টার ভাষণ মনযোগ দিয়ে শোনেন এবং উপভোগ করেন। এরপর তিনি হেঁটে অফিসের দিকে যান এবং পথমেধ্যে দেওদার গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তিনি তাঁর অফিসের সামনে আয়োজিত এক বনভোজনে যোগ দেন।

হল্‌দোয়ানীতে নতুন আশ্রমের উদ্‌ঘাটন

9 ফেব্রুয়ারী গুরুদেব রুদ্রপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। 11 ফেব্রুয়ারী তিনি

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

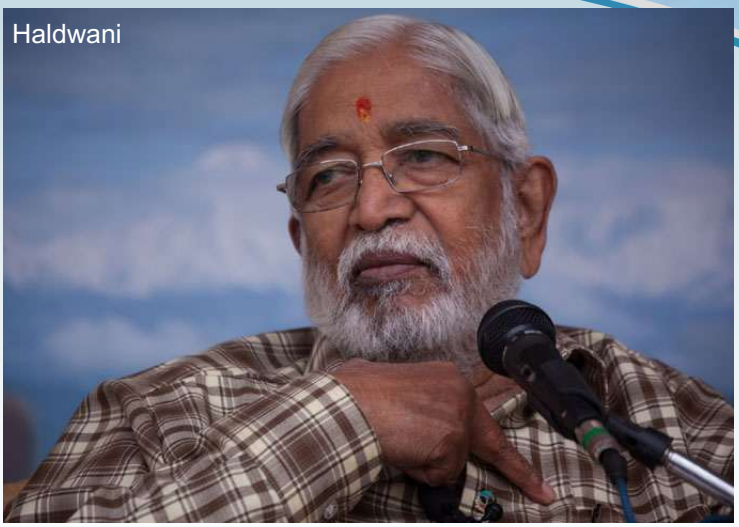

নবনির্মিত হলদোয়ানী আশ্রম উদ্‌ঘাটনের জন্য যান। গন্তব্যে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পট্‌কা ফাটিয়ে (চিরাচরিত প্রথামত) স্বাগত জানানো হয়। গুরুদেব আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করে, ফিতা কেটে অফিসে প্রবেশ করেন।

স্থানীয় ভগিণীরা চিরাচরিত রঙীন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সঙ্গীত পরিবশন করেন। গুরুদেব বাবুজী মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রসাদ উৎসর্গ করেন। এরপর রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়ে তিনি বাইরের বারান্দায় চলে যান, সেখান থেকে তিনি প্রায় 1200 অভ্যাসীর সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে পারেন। গুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন, আশ্রম সবসময় আধ্যাত্মিক প্রগতির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তিনি রোদে বসে অভ্যাসীদের ধ্যানের অভিজ্ঞতা মন দিয়ে শোনেন। মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেব রুদ্রপুর রওনা হন।

সফরকালীন কথোপকথনের কতক উদ্ধৃতি

- ❖যখন প্রচুর পরিশ্রম করে কাজ করো, তখন হৃদয় দিয়ে করো, কেউ তোমার ক্ষতি করতে সাহস করবে না।
- ❖ইচ্ছাশক্তি হল সিদ্ধান্ত–নির্ণয় ও তা কার্যে পরিণত করার এক শক্তি; মস্তিস্কের 'সাইনাপ্‌স্' এর মতো।
- ❖ইচ্ছাশক্তিকে কার্যে পরিণত করাই হল নিয়মানুবর্তিতা।
- ❖প্রেম করার অনিচ্ছা প্রেম করার অক্ষমতা থেকে পৃথক।
- ❖বাবুজীর উদ্ধৃতি দিয়ে গুরুদেব বলেন, "দুশ্চিন্তা হল অনিয়মানুগ চিন্তা"।
- ❖খুশী ক্ষণিকের, কিন্তু আনন্দ এক 'সৎ' এর অবস্থা।

12 ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় গুরুদেব তাঁর কুটিরের বাইরে বিদেশ থেকে আগত এক অভ্যাসীর বাঁশরী পরিবেশন উপভোগ করেন। পরদিন রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করে তিনি দেল্লী রওনা হয়ে যান। পথিমধ্যে মোরাদাবাদে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেন।

যোধপুর: এক স্মরণীয় সফর

গুরুদেবের বর্তমান আধ্যাত্মিক সফরে দশ বছরের ব্যবধানে যোধপুর পরিদর্শন এক বিশেষ মাহাত্ম। রাজস্থানের 3000 অভ্যাসী সমবেত হন এবং অনুভব করেন যে এই নতুন ধ্যানকক্ষ মরু শহরের বুকে এক আধ্যাত্মিক উপহার।

15 ফেব্রুয়ারী গুরুদেব দিল্লী থেকে বিমানযোগে এখানে পৌছান এবং অতি আকাঙ্খিত রৌদ্রকিরণ সঙ্গে নিয়ে আসেন যা গত দুদিনের প্রবল বর্ষণের পর দরকার ছিল। এই দীর্ঘ পথচলার পরও তাঁকে বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল।

গুরুদেব দু–দুবার বেরিয়ে এসে কথা বলায় অভ্যাসীরা খুব খুশী। গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ–আলোচনা করার সময় তাঁর কটেজের দরজা একেবারে খোলা ছিল। একজন ভগিণী তাঁর চরণস্পর্শ করলে তিনি বলেন, এই প্রথার আমাদের এখানে অনুমোদন নেই এবং আমাদের তা করা উচিত নয়। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, আজ যারা আমাদের পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং যারা অভ্যাসীদের ভুল পথে চালিত করছে, তাদের জন্য আমাদের সকলের প্রার্থনা করা উচিত।

16 ফেব্রুয়ারী সকাল 9.15 মিনিটে যোধপুর আশ্রমে গুরুদেব নতুন ধ্যানকক্ষ উদ্‌ঘাটন করেন। এরপর ভঃ রঞ্জনা মেহেতা কিছু ভজন পরিবেশন করেন। গুরুদেব অফিস পরিদর্শন করে রোদে বসেন এবং অভ্যাসীদের সাথে বার্তালাপ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশুদের সঙ্গে তিনি সন্ধ্যায় মিলিত হন।

17 ফেব্রুয়ারী গুরুদেব সৎসঙ্গে যোগ না দিয়ে তাঁর কটেজে অপেক্ষারত অভ্যাসীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সব স্বেচ্ছাসেবীদের তিনি 11.30 মিনিটে সিটিং দেন। বিদেশভ্রমণ সংক্রান্ত এক আলোচনায় গুরুদেব বলেন, প্রকৃত মূল্যায়নের থেকে এগুলো ব্যক্তিগত অহমিকাবোধই বৃদ্ধি করে। গুরুদেব বিকেলে দিল্লী রওনা হয়ে যান।

নতুন প্রকাশনা

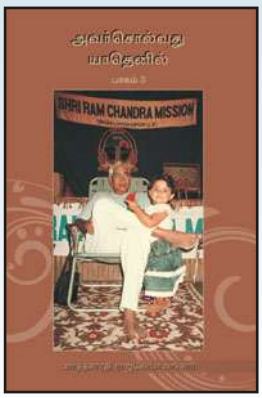

Avar Solvadhu Yathenil - III
Tamil

HeartSpeak 2006
Kannada

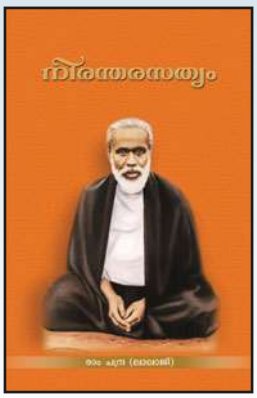

Truth Eternal
Malayalam

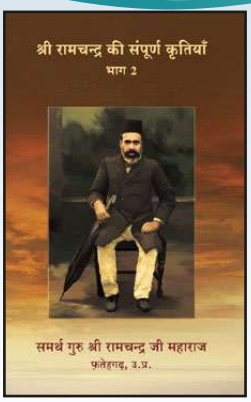

Complete Works of
Ram Chandra
(Lalaji) Vol. II - Hindi

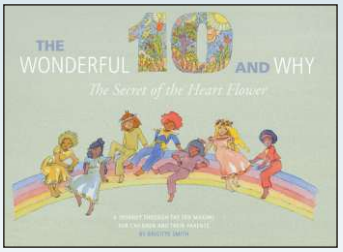

The Wonderful 10 and Why
in Spanish, Danish, Italian,
German, English, Hindi,
French and Portuguese

Master released these publications during Basant.

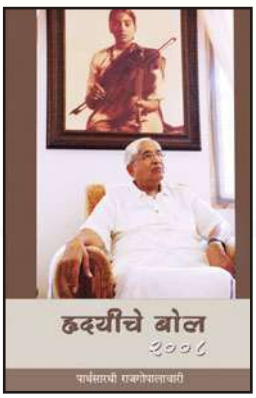

HeartSpeak 2008
Marathi

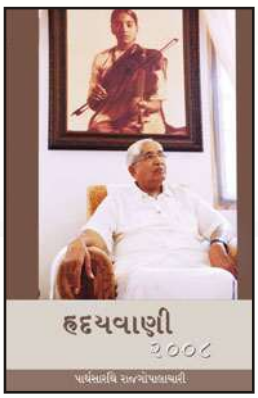

HeartSpeak 2008
Gujarati

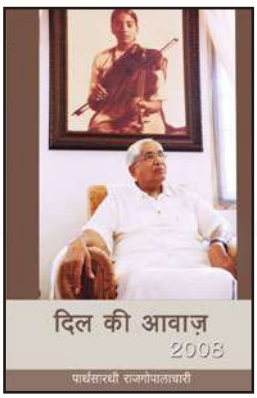

HeartSpeak 2008
Hindi

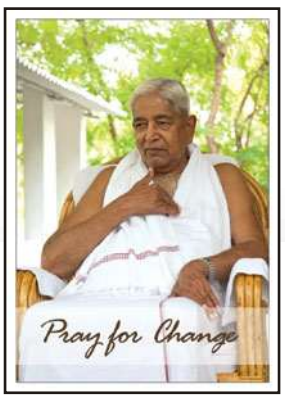

Pray for Change
DVD Set

ঘোষণা

নতুন নিযুক্তিকরণ

অজয় কুমার ভট্টর
ZiC, পশ্চিমবঙ্গ (জোন – 13)

মিশাল মেহেতা
কেন্দ্র প্রবন্ধক, কলকাতা কেন্দ্র।

দীপক সাহ
CiC, হল্দোয়ানী।

অনিল সিং বিশ্ত্
আশ্রম প্রবন্ধক, হল্দোয়ানী।

গুরুদেবের জন্মদিন পালন উৎসব

গুরুদেবের 85 তম জন্মদিন পালন করার জন্য তিনি অমাদের অনুমতি দিয়েছেন এবং তিরুপ্পুরের ডায়মণ্ড জুবিলি পার্কে আগামী 23 জুলাই থেকে 25 জুলাই ঐ উৎসব উদ্যাপিত হবে । এই উৎসব জাতীয় স্তরে শুধুমাত্র ভারতের জন্য। সব অভ্যাসীকে গুরুদেবের উপস্থিতিতে সেখানে যোগ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অতীতের গভীর গহনে

বাবুজী মালয়েশিয়া সফরের প্রাক্কালে চেন্নাইতে কিছুদিন ছিলেন । সে সময়ের ঘটনার কিছু অংশ গুরুদেবের ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত করা হল।

রবিবার, 3 এপ্রিল, 1977 ––

গুরুদেব সকাল 8 টায় গায়ত্রীতে আসেন । বহিরাগত অভ্যাসীদের সৎসঙ্গে সুযোগ দানের জন্য রবিবার সকালে 9 টায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হলঘর অভ্যাসী পরিপূর্ণ ছিল। তার উপর বাসভর্তি অভ্যাসী নেলোর কেন্দ্র থেকে এসে পৌঁছায় । প্রায় 500 জন অভ্যাসী ঐদিন সকালে গায়ত্রীতে উপস্থিত ছিলেন । উপরতলার বারান্দা, উদ্যান, হল, বাইরের বারান্দা, আনাচে–কানাচে সব একেবারে অভ্যাসীতে ঠাসা। এ যেন বসন্ত পঞ্চমীর বাতাবরণ । গুরুদেব তাঁর ঘর থেকে 40 মিনিট প্রাণাহুতি দেন। দারুণ সিটিং ছিল।

সিটিং শেষে ইড্লি, বড়া, চা ও কলা সহযোগে অভ্যাসীদের প্রাতরাশ করানো হয় এবং প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে তা চলে। গুরুদেবকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য 11.30 মিনিটে সকলে সেখান থেকে চলে যায়। গুরুদেব পুরো বিকেল বিশ্রাম নেন, শুধু স্বল্প পরিমাণ ইড্লি ও সম্বার দিয়ে হাল্কা মধ্যাহ্নভোজ করেন। অভ্যাসীরা আবার বিকেল 4 টায় সমবেত হন। একই সঙ্গে দোতলায় ও একতলায় সহজমার্গের উপর বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষক শ্রী এস্. কে. রাজাগোপালন ও শ্রী সি. এ. রাজাগোপালাচারী এবং শ্রী ভি. ভেঙ্কটপথি । এছাড়া সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বও চলে । সন্ধ্যা 6.30 মিনিটে গুরুদেব আবার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। নৈশভোজের পর গুরুদেব বেসান্ত নগর রওনা হন । সারাটা দিন ছিল আনন্দমুখর এবং সকলেই আধ্যাত্মিক দিক থেকে লাভবান হন। এতদূর থেকে সকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জেনে গুরুদেব খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনটি বাস ভর্তি অভ্যাসী অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন এবং সন্ধ্যায় চলে যান। বাইরের প্রায় সকলেই সন্ধ্যায় ফিরে যান।

পূজ্য লালাজী মহারাজের
139 তম জন্মদিবস পালন

"সুখ বাইরে কোথাও নেই। এ হল আমাদের লক্ষ্য ও মানসিক প্রবণতা এবং মনের নিস্পৃহ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যারা এই গোপন রহস্য অবগত আছেন তাদের আর বাইরে সুখের খোঁজ করতে হয় না।"

–লালাজী মহারাজ

Jodhpur

Bangalore

মিশনের আদি গুরু পূজ্যশ্রী লালাজী মহারাজের 139 তম জন্মদিন সারা দেশে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। প্রায় সব কেন্দ্রে সকাল 7.30 মিনিটে সৎসঙ্গ দিয়ে উৎসবের শুরু হয়। লালাজীর জীবনের উপর ভিডিও প্রদর্শনী, তাঁর সম্পর্কে গুরুদেবের উক্তির উদ্ধৃতি এবং 'ট্রুথ ইটারনাল' থেকে আলোচনা ও সেইসঙ্গে ভজন, ছোট নাটিকা ইত্যাদি নানা কার্যক্রম বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মুক্ত আলোচনা চক্র ও প্রবন্ধ রচনার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

Hubli

এইসব কার্যক্রমের বাইরেও এলাহাবাদে ডাঃ ভি.কে. আগরওয়াল এক দন্ত চিকিৎসার ক্লিনিক উদ্বোধন করেন। ইন্দোরে (এম.পি) প্রায় 800 অভ্যাসী মিশনের নতুন জমিতে সমবেত হয়ে এক আলোচনা চক্রে সামিল হন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল – 'নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি'। অভ্যাসীরা তাদের অভিজ্ঞতা এই পরিসরে তুলে ধরেন। বিজয়ওয়াড়াতে গুরুদেবের প্রশিক্ষণের উপর এক কুইজ্ অনুষ্ঠিত হয়। হায়দ্রাবাদের থুমকুন্ঠা আশ্রমে 2000 অভ্যাসীর উপস্থিতিতে 'আত্ম প্রতিফলনের শক্তি' এর উপর এক ছোট নাটিকা পরিবেশিত হয় এবং 'গুরু পাদুকাভ্যাম' বিষয়ক এক নৃত্যনাট্যও পরিবেশিত হয়।

Indore

ওড়িশার আঙ্গুলে 120 জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে বক্তৃতা ও লালাজীর জীবনের উপর চলচিত্র পরিবেশন করা হয়। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুটি ছোট নাটিকা 'লক্ষ্য' ও 'কাঠ্পুত্লি'র মাধ্যমে সমর্পণের দ্বারা বাসনা থেকে বাসনারহিত হওয়া ও সংস্কার থেকে স্বতন্ত্রতা লাভ বা মুক্ত হওয়ার এক ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।

Lalpania

কর্ণাটকে চিনচোলি, চিত্তপুর, ওয়াদি, সাহপুর ও সিডাম উপকেন্দ্র থেকে 350 জন অভ্যাসী গুলবর্গা কেন্দ্রে এই উৎসবে যোগ দেন। সিরশি, বেলুর, ধারওয়াদ, কাল্লুর, গাদাগ, নভনগর, নাভালগুন্দ এবং হাভেরী কেন্দ্র থেকে 240 জন অভ্যাসী হুবলী কেন্দ্রে সমবেত হন। গরুড়ের দ্বন্দের উপর এক ছোট নাটিকার অভূতপূর্ব পরিবেশনা যুবগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে। এদিকে ব্যাঙ্গালোরে 1500 অভ্যাসী পরমধামে গুরুদেবের বক্তৃতা ও ভাণ্ডারার স্মৃতি রোমন্থন করেন। ম্যাঙ্গালোর ও কল্লিগাল এ মূখ্য আলোকপাত করা হয় লালাজীর প্রশিক্ষণ ও লেখার উপর।

Hyderabad

রাজস্থানের যোধপুরে জয়সল্মীর রোডের কাছে কেরু গ্রামে নতুন আশ্রমের জায়গায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গুরু শিষ্যের প্রেমের উপর এক ছোট নাটিকা বেশ আকর্ষণীয় ছিল। আসামের গৌহাটি ও তিনসুকিয়ায় 'পর্যবেক্ষণ, আজ্ঞাপালন ও তাঁর মতো হওয়া' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়।

Mangalore

তিরুনেলভেলীতে (তামিলনাড়ু) যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন যেখানে কন্যাকুমারী, পানাগুড়ি, কোলিয়ামকুলম, ভাদাকানগুলম, তুতিকোরিন, টেনকাসি, নাগেরকয়েল, রাজাপালায়ম, কোভিলপাট্টি ও থোভালাই থেকে 250 জন অভ্যাসী এতে যোগ দেন। তিনজন ভগিণী লালাজীর জীবন, লেখা ও প্রশিক্ষণের উপর ছোট বক্তব্য রাখেন। গুরুদেবের প্রশিক্ষণের উপর এক দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অভ্যাসীরা উৎসাহভরে অংশগ্রহণ করেন।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

নতুন জ্যোতির্কেন্দ্র – থান্জাভুর

তামিলনাড়ুর থান্জাভুর গুরুদেবের নিজের আদি বসবাসের জেলা। সেখানে মিশনের আশ্রম গড়ে তোলার বাসনা দীর্ঘদিনের। বহুদিনের প্রচেষ্টার ফলে অভ্যাসীরা থিরুভারুর থেকে 14 কিমি দূরে একটি জমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী নারকেলগাছ, কাজুগাছ ও আমবাগান সহ 10 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

এছাড়াও, অভ্যাসীদের কলোনীর জন্য কুড়ি একর জমির উপর 4000 হাজার বর্গফুটের এক একটি জমি নির্ধারিত করা হয়। গুরুদেবের ইচ্ছা হল যাতে বাগানসহ বেশ উন্মুক্ত এলাকা বাড়ি তৈরীর জন্য থাকে। এই জায়গায় প্রচুর পরিমানে জলের উৎস আছে।

জমির দাম সবরকম উন্নয়নমূলক খরচ যেমন রাস্তা, জল, নর্দমা ইত্যাদি সম্বলিত থাকবে। খুব শীঘ্রই অভ্যাসীরা এখানে বাড়ী তৈরী করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে নির্মীয়মান আশ্রমের সহায়তা ও সুবিধা পাবে।

মানসিক চাপ লাঘবের কর্মশালা – বিশাখাপত্তনম

9 ফেব্রুয়ারী INS সদ্ভাবনায় ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে মানসিক চাপ লাঘব বিষয়ক এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানের আগের দিন পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। সাব্মেরিন স্কুলের কর্মকর্তা ভ্রাঃ শ্রীরাম আমূর প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ভ্রাঃ ভি. আর. এস. নাগশর্মা 'ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের' কলার উপর বক্তব্য রাখেন এবং মত বিনিময় আলোচনা চক্রের সময় অনেক প্রশ্নের সুরাহা হয়ে যায়।

ভ্রাঃ কে.এস. সপ্তামুখুলু ঐ 150 জন অংশগ্রহণকারীকে বিশাখাপত্তনম আশ্রম পরিদর্শন করার আমন্ত্রণ জানান। অনেকে সহজমার্গ সাধনার প্রতি আগ্রহ দেখান এবং ইচ্ছুকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাথমিক সিটিং নিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।

ভাদোদ্রাতে VBSE কার্যক্রম

ভাদোদ্রা কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবীরা বরোদা হাই স্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 45 জন ছাত্রের মধ্যে দল–সংগঠনের উপর তিনঘন্টার এক কর্মশালার আয়োজন করেন। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল গোষ্ঠিগত মানসিকতার আনন্দ বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া। দল গড়ার পাঁচটি মুখ্য বিষয় – প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, অবদান, সহযোগিতা, আদান প্রদান ও সমস্যা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা– নানা উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

'দ্য ফ্লাইট্ অব্ গিজ্'এর উপর এক উপস্থাপনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধতাকে তুলে ধরা হয়। আরও একটি উদাহরণের মাধ্যমে দ্বিমুখী আদান প্রদানের গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়। 'যত খুশী জিতে নাও'– ক্রীড়ার মাধ্যমে সহযোগিতা ও সাধারণ লক্ষ্যের অর্থ তুলে ধরা হয়।

ছাত্ররা প্রতিটি কার্যক্রমে যথেষ্ট উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আরও নানা বিষয়ের উপর এহেন অনুষ্ঠান করতে অনুরোধ করেন।

প্রশিক্ষণ সমাবেশ, নাট্রামপল্লী

গত 7 ও 8 জানুয়ারী তামিলনাড়ুর 55 জন প্রশিক্ষক নাট্রামপল্লী আশ্রমে এক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন। যুগ্ম–সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই এবং ZiC ভ্রাঃ এস. প্রকাশ এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ভ্রাঃ প্রকাশ কেন্দ্রের অগ্রগতির কিছু উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি আলোকপাত করেন এবং নতুন প্রশিক্ষক নির্ণয়ের কিছু বিশেষ বিধির ব্যাখ্যা করেন। ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই বলেন, যেসব অভ্যাসী মিশনের কাজে জড়িত তাদের গুরুদেব এক বিশেষ মূল্য আরোপ করেন। সম্ভাব্য প্রশিক্ষকদের কর্মদক্ষতা গুরুদেবের কাজে তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। ভ্রাঃ পেরুমল (নির্দেশক, CREST, ব্যাঙ্গালোর) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং ভ্রাঃ এন. এস. নাগরাজ 'মিশনের উন্নয়ন ও তা এক চ্যালেঞ্জ' – বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

সুবর্ণ নীরবতা অধিবেশনকালীন দশটি প্রশ্নের উপর ভ্রাঃ প্রকাশ মনন করতে বলেন। নানা বিষয়ের উপর দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন 'অপরকে চরিত্র নির্মাণে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব', 'গৃহ সমাবেশ ও মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা',' সহজ মার্গ বিষয়ে কুসংস্কার ও কিভাবে তা ভেঙ্গে দেওয়া যায়',' সিটিং দেওয়া ছাড়া আমরা গুরুদেবের জন্য আর কি করতে পারি' এবং 'একজন আদর্শ অভ্যাসী ও একজন আদর্শ প্রশিক্ষক কিভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব'। প্রশিক্ষকদের জন্য দুটি ক্রীড়া খুবই মজার ও কৌতুকপূণ ছিল। অংশগ্রহণকারীদের সংরক্ষনশীল মনসিকতা ভেঙ্গে দেবার এ ছিল এক উত্তম সুযোগ, যার মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করা সম্ভব হয়। পাঁচজন প্রতিনিধি এক প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। ক্রিকেট খেলার মধ্য দিয়ে আলোচনা চক্র সমাপ্ত হয়।

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য পেশ, পালাক্কাড, কেরল

ভ্রাঃ রবীন্দ্রনাথন ও ভ্রাঃ মোহনদাস এ কে পালাক্কাডের মান্নামপাট্টায় ভি টি ভট্টাথিরিপাদ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গত 27 ডিসেম্বর 2019 এ ধ্যান এবং 'ধ্যানের প্রয়োজন' ও 'উপকারিতা'র উপর সহজ মার্গের পরিপ্রেক্ষিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ধ্যানের ভূমিকা ও দৈন্যন্দিন জীবনে একাগ্রতা ও নিয়মানুবর্তীতা জাগিয়ে তোলার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় । যুবমানসে লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে ভ্রাঃ রবীন্দ্রনাথন আলোকপাত করেন। তিনি বলেন ছাত্রদের উচিত ইচ্ছাশক্তি বাড়ানোর জন্য জোর দেওয়া ও সচেষ্ট হওয়া এবং সেইসঙ্গে অহংবোধ কম করা এবং অলসতা পরিত্যাগ করা।

অংশগ্রহণকারীদের নানা প্রশ্ন যেমন একাগ্রতা, ক্রোধ প্রশমিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সাবলীল উত্তর প্রদান করা হয় এবং সবশেষে ভ্রাঃ ভালসুকুমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠান শেষ করেন । আগ্রহী অংশগ্রহণকরীদের তাঁর ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হয় প্রারম্ভিক সিটিং শুরু করার জন্য।

দলগত আলোচনা , মোরাদাবাদ

মোরাদাবাদ যোগাশ্রমে গত 6 ফেব্রুয়ারী সারাদিনের এক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। চরিত্র নির্মাণের উপর এক আলোচনা চক্রে প্রায় 50 জন অভ্যাসী যোগ দেন এবং অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভ্রাঃ শ্রবন। ভ্রাঃ রাম, ভঃ নীলম, ভ্রাঃ অজিত সমগ্র প্রশ্নোত্তর পর্ব উৎসাহের সঙ্গে পরিচালনা করেন।

ব্যাঙ্গালুরুতে প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কর্মসুচী

এ হেন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল যে সব অভ্যাসী মিশনের নানাবিধ কাজ যেমন মুক্ত আলোচনাচক্র, VBSE, ওয়েলকাম ডেস্ক, ঘোষণা, যুব কার্যক্রমে অংশ নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল, বক্তবের বিষয়, আঙ্গিক ভাষা, পরিবেশনা ইত্যাদি যা কিনা শ্রোতাদের কাছে পরিবেশনের জন্য প্রয়োজন । সমগ্র অনুষ্ঠান তিনটি ভাগে তিন মাসের ভিত্তিতে ভাগ করা হয় এবং তার মধ্যে দুটি বনশংকরী আশ্রমে এবং একটি আবসিকরূপে CREST এ অনুষ্ঠিত হয়।

অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের মূল্যবান তথ্য ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন । অংশগ্রহণকারীদের কিছু বিষয় দিয়ে 5–7 মিনিট বক্তব্য রাখতে বলা হয় এবং পরবর্তীতে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করা হয় । CREST এর শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দক্ষতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠান মিশনের নানা কাজে অভ্যাসীদের নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে দেয় । এর ফলে তারা তাদের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করে এবং গুরুদেবের কৃপায় মিশনের উন্নতিতেও সহায়তা লাভ করে।

যুবকদের উপর আলোকপাত , হায়দ্রাবাদ

গত ৪ ও 9 জানুয়ারী হায়দ্রাবাদ আঞ্চলিক আশ্রমে এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ZiC ভ্রাঃ অনন্ত বলেন, ভৌতিক জগতে আমরা যাই করি না কেন, আমদের উচিত আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে চরিতার্থ করা।

'মিলানে যুব কর্মশালা', 'চীনে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্র', এবং 'ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয় গড়ে তোলার এক নতুন সংস্কৃতি' বিষয়ক ভিডিও ও CD সকলকে দেখানো হয়। অংশগ্রহণকারীরা কিছু ক্রীড়া ও স্বেচ্ছাসেবী কাজে উৎসাহভরে অংশ নেয়।

বাবুজী মহারাজের উপর চলচ্চিত্র 'জার্নি ইন টাইম' সব অভ্যাসীর হৃদয় স্পর্শ করে যায়। ভ্রাঃ অনন্ত, ভঃ মধুমতী ও ভ্রাঃ শ্রীনিবাস রাও সাধনা বিষয়ক এক প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন । ভ্রাঃ রঘু মিশনের নানা কার্যকলাপের উপর এক উপস্থাপনা পেশ করেন । এই সব তথ্য অনেকেরই অজানা ছিল । অধিবেশনের ছটি সৎসঙ্গ অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক বাতাবরণে আপ্লুত করে তোলে।

গত 11–13 ফেব্রুয়ারী 15 জন যুবকদের এক অতি উৎসাহী দলকে নিয়ে এক যুব কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার বিষয় ছিল, 'যোগ দাও ও প্রগতি করো' । ভ্রাঃ অনন্ত কর্মশলার ধারণার উপর এক বক্তব্য রাখেন । পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়, মনন, মতবিনিময়, ব্যক্তিগত সিটিং, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য দলগত প্রার্থনা এই কার্যক্রমের অন্তর্গত ছিল। এ ছাড়াও ভিডিও দেখানো ও নৈশভোজের পর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করনো হয়।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাদের মধ্যে অনেক পরিমানে আত্মিক পরিবর্তন ও প্রগতির ক্ষেত্রে অধিক বোধগম্যতা ও প্রবল আত্মিক আকুলতা অনুভব করে। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেকের চেহারার বিকিরণ তাদের আত্মিক অবস্থার প্রতিফলন সূচিত করে । দুটি অনুষ্ঠানেরই ইতিবাচক মতামত সকলের থেকে পাওয়া যায় । তাদের বেশীরভাগই এই রকম সমাবেশে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

ভুবনেশ্বরে ভগিণীদের অনুপ্রেরণা

ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের ভগিণীরা গত 2010 এর অক্টোবর থেকে মাসে একবার করে মিলিত হয়। এ যাবৎ তারা চারটি মিটিং করেছে এবং প্রত্যেকবার একজন ভগিণী প্রশিক্ষককে উপস্থিত রেখেছে। সহজ মার্গের মূল বৈশিষ্ঠ্যের কোন একটা দিক নিয়ে তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী আদান প্রদান করে এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষকের মতামত নেয়। প্রথম চারটি অধিবেশনে ধ্যান, সাফাই, প্রার্থনা এবং আশ্রম বিষয়ক চর্চা হয়। দেখা গিয়েছে এ হেন মতবিনিময় সমাবেশের মাধ্যমে সাধনা সংক্রান্ত অনেক দিবধা–দ্বন্দ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং ক্রমে তারা সারাদিনব্যাপী আলোচনায় যোগ দিতে আগ্রহী হয়।

ভগিণীরা আশ্রম কেন্দ্রের রান্নাঘর নতুনভাবে সাজিয়েছেন এবং রবিবার সকালে সৎসঙ্গের পর প্রাতঃরাশ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত তিন মাস যাবৎ প্রতিটি সারাদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনার পর নীরবতা পালন করা হয়। তারা কেন্দ্রে কাজ করার সময়ও তা পালন করে। আবার অনেক সময় বই পড়ে বা শুধুই চেয়ে থাকে।

'ডেইলি রিফ্লেকশানসে'র বিষয়ে উদ্যম

ডেইলি রিফ্লেকশানস্ আমাদের মিশনের এক ফ্রী সেবা যার মাধ্যমে গুরুদেবের বাণী রোজ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সচেতনতা আনার জন্য মধ্যপ্রদেশের বিদিশাতে গত 17 জানুয়ারী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

একটি অভ্যাসীর দল 25 দিন যাবৎ নিয়মিত ডেইলি রিফ্লেকশানস্ মিশনের বই থেকে হিন্দী অনুবাদ বের করে পড়ে। প্রত্যেক অভ্যাসীকে এক একটা বার্তার উপর মনন করে তার সাধনায়, চরিত্রে, ব্যবহারে কি প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়ণ করতে বলা হয়।

নানাবিধ বিষয় এতে রয়েছে, যেমন নীরবতার ভাষা, মৌনতা, সময়, সংস্কার, ছাপ, মিশন, ঈশ্বর অনুভব, আমি, শিশুরা, মন, আশ্রম, কিভাবে কাজ করতে হয়, আমরা দেখা করি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও প্রগতি। এর প্রত্তুতর খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এর ফলে ডেইলি রিফ্লেকশানস্ পড়ার একটা জাগরুকতা কেন্দ্রের সকলের মধ্যে এসেছে।

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল সাধনা সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অভ্যাসীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। এতে ধ্যান, সাফাই, সতত স্মরণ, দশ–সূত্র এবং প্রার্থনা বিষয়ে বিশদ ব্যাখা তুলে ধরা হয়। এ ছাড়াও প্রশ্নোত্তর পর্বে আরও গভীরভাবে সবরকম সন্দেহের নিরসন করা হয়। নীচের কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অভ্যাসীদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

ভালসাদ, গুজরাট

ভারুচ, সুরাট, ভাপী, নভসারি, কিল্লাপার্দি, খেরগাম, ভালসাদ থেকে 24 জন অভ্যাসী গুজরাটের এই কেন্দ্রে যোগ দেয়।

Valsad

Gulbarga

গুলবার্গা, উত্তর কর্ণাটক

2 জানুয়ারী 2011 ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পানিকর গুলবার্গা আশ্রমে 40 জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

Raichur

রাইচুর, উঃ কর্ণাটক

40 জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে রাইচুর আশ্রমে গত 9 জানুয়ারী ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পানিকর ও ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপ্পা এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

Mumbai

খারঘর, নবী মুম্বাই

ভঃ নন্দিতা মাথুর 15 জন অভ্যাসীকে নিয়ে এক ভগিণীর বাড়িতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

যোগেশ্বরী , মুম্বাই

ভঃ সুনীতার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে 11 জন যোগ দেয়।

2010 প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার শংসাপত্র বিতরণ

Paramakudi

Allahabad

Naharlagun

আগামী প্রজন্মের নৈতিক ও মানসিক ভিত গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক বছর সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিয়োগিতার আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে সহজ মার্গের বিশ্বজনীন প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবিক একাত্মতার মত বীজ পেশ করা হয় যাতে তারা পূর্ণমানব রুপে পরিগণিত হতে পারে। এই বছর প্রায় 11,500 শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় 500000 ছাত্র–ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল:

- ❖চরিত্র জীবনকে সুরক্ষিত করে।
- ❖স্বাধীনতার অর্থ ছাড়পত্র দেওয়া নয় বরং সঠিক কাজ করার জন্য প্রজ্ঞার জন্ম দেওয়া।
- ❖উচ্চাশা থেকে কিছু হওয়ার অদম্য বাসনা, আহরণ করা নয় বরং গড়ে ওঠা।

এইসব প্রবন্ধের মূল্যায়ণের পর কেন্দ্রভিত্তিক শংসাপত্র প্রদান করা হয়। শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজেতা, শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ

23 জানুয়ারী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলের বিজেতাদের পুরষ্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে জীবনের মূল্যবোধের গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখা হয়। এ ছাড়াও মিশন ও আধ্যাত্মিকতার উপর আলোকপাত অংশগ্রহণকারীদের মিশনে যোগদানে উৎসাহিত করে।

অরুণাচলপ্রদেশ

অরুণাচল, শিলং, সি.সি.পুর ও ইম্ফলের 53 শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় 350জন ছাত্র–ছাত্রী প্রতিয়োগিতায় অংশগ্রহণ করে। 30 জানুয়ারী নাহারলাগানে অনুষ্ঠিত পুরষ্কার বিতরণী উৎসবে 150 জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। আঞ্চলিক স্তরে ও স্কুল স্তরে বিজেতাদের শংসাপত্র বিতরণ করা হয়। গুরুদেবের একটি ভিডিও সেখানে দেখানো হয়। আঞ্চলিক স্তরের বিজেতাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে বলা হয়।

তামিলনাড়ু

5 ফেব্রুয়ারী গুডালুর সেন্ট থমাস্ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রথম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এ হেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠানের আয়োজন সকলকে উৎসাহিত করে।

6 ফেব্রুয়ারী উটি কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় 100 জন বিজেতা অংশগ্রহণ করে। উক্ত দুটি অনুষ্ঠানে ZiC ভ্রাঃ বিশ্বনাথ ও ভ্রাঃ ধানুমূর্তি সহজ মার্গের বিষয়ে বক্তব্য রাখে। বিজেতাদেরও নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়।

13 ফেব্রুয়ারী অভিনাশী কেন্দ্রে 20 টি স্কুলের 20 জন বিজেতাকে পুরস্কৃত করা হয়। 60 জন আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাঃ টি. ভি বিশ্বনাথ তার বক্তব্যে ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে কাম্য গুণাবলী জাগিয়ে তোলার জন্য মিশনের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। ভ্রাঃ শেসা মনিকান্দন আজকের মানসিক চাপ সম্বলিত বিশ্বে ধ্যানের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে।

পরমাকুড়ি কেন্দ্রে গত 6 ফেব্রুয়ারী 9 টি স্কুল ও দুটি কলেজের বিভিন্ন বিভাগের 14 জন বিজেতাকে পুরস্কৃত করা হয়।

ভ্রাঃ কান্নন, ভ্রাঃ মুরুগান তাদের ভাষণে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে একজনের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করে চরিত্র নির্মাণের কথা উল্লেখ করে। সহজ মার্গ সধনার উপর ভাষণে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর এর উপকারীতার কথা তুলে ধরে। সহজ মার্গের বই উপস্থিত শিক্ষকদের দেওয়া হয় ও কিছু শিক্ষক ও বিজেতা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করে।

অন্ধ্রপ্রদেশ

গত 6 ফেব্রুয়ারী 500 জন অংশগ্রহণকারী ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা বিশাখাপত্তনম আশ্রমে সমবেত হয়। দশহাজার অংশগ্রহণকারীর মধ্যে 160 জন বিজেতা হয়।

CIC ভ্রাঃ গোপাল রাও, প্রশিক্ষক ভ্রাঃ VRSN শর্মা ও ভ্রাঃ PVGK মুর্তি

Ooty

Avinashi

Indore

Tinsukia

Hyderabad

Ranchi

আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্ব, চরিত্র নির্মাণ, মানবিক মূল্যবোধ, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জাগিয়ে তোলা এবং মূল্যবোধ শিক্ষার উপর বক্তব্য রাখেন। নয় জন ছাত্র–ছাত্রী জাতীয় স্তরে এই অঞ্চল থেকে বিজয়ী হয়।

গত 6 ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদের থুমকুন্ঠা আঞ্চলিক আশ্রমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 250 টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 4000 ছাত্র–ছাত্রী এই প্রতিয়োগিতায় অংশ নেয়। ভঃ মধুমতী, ZIC ভ্রাঃ অনন্ত, CIC ভ্রাঃ শ্রীনিবাস রাও বক্তব্য রাখে এবং ইউনাইটেড নেশনস্ এর ডঃ কমল রাজ পুরষ্কার বিতরণ করে। স্কুল স্তরে, আঞ্চলিকস্তরে ও জাতীয় স্তরের বিজেতারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল । গীতাঞ্জলি দেবাশ্রয় স্কুলের নবনীত কৃষ্ণণ প্রথম বিভাগ থেকে জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় রানার আপ হয়। ওয়েলকাম ডেস্ক থেকে সারাদিন অতিথিদের সহজমার্গ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

রাঁচী

ঝাড়খন্ড কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ শ্যাম নারাইন মুখ্য অতিথির আসন গ্রহণ করে রোটারী হলে 30 জনেরও বেশী বিজেতার হাতে পুরস্কার তুলে দেন । ভ্রাতা মনোজ তিওয়ারী প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্যর উপর বক্তব্য রাখেন । বিভিন্ন স্কুলের অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন করতে কিভাবে সহায়তা পেয়েছে তা ব্যক্ত করে।

মুখ্য অতিথি বলেন, চরিত্র কিভাবে আমাদের জীবনকে রক্ষা করে। স্বতন্ত্রতার প্রকৃত অর্থ ও ভূমিকা কিভাবে আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। মিসেস্ শশী, একজন অংশগ্রহণকারীর মা মিশনের কাজকর্মের প্রশংসা করেন এবং শিক্ষক মহাশয় শ্রী অলোক মিশনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আসাম

গৌহাটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 84 জন বিজেতা, শিক্ষক ও অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। CiC ভ্রাঃ পারিজিত ফুকন মিশনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত হৃদয়ে ধ্যানের উপকারিতার উপর বক্তব্য রাখেন । তিনি আরও বলেন যে, ইউনাইটেড্ নেশনস্ ও SRCM একযোগে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। এর ফলে উপস্থিত শ্রোতারা আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানের উপর মতবিনিময় করতে আগ্রহী হন।

মধ্যাহ্নভোজের সময় শ্রোতাদের অনেক প্রশ্ন ও কৌতুহল নিরসন করা হয় । এ বিষয়ে প্রশিক্ষকরা ও অভিজ্ঞ অভ্যাসীরা তাদের সহযোগিতা করেন।

2 ফেব্রুয়ারী তিনসুকিয়া আশ্রমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 60 জন বিজেতা, শিক্ষক ও অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। CiC ভ্রাঃ কৈলাস আগরওয়াল স্বাগত ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং ভ্রাঃ আশোক সেনগুপ্ত মিশনের বিশ্বব্যাপী কার্যকলাপের এক চিত্র তুলে ধরেন। ছাত্রজীবনে ধ্যানের গুরুত্বের উপর তিনি আলোকপাত করেন এবং কিছু VBSEর উপস্থাপনা উপস্থিত শ্রোতাদের প্রবল উৎসাহিত করে।

পশ্চিমবঙ্গ

23 জানুয়ারী কোলকাতার বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও ভবানীপুর গুজরাটি শিক্ষাসমিতির সভাপতি শ্রী মঙ্গল সাংভি এবং সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়ার সহ–সম্পাদক শ্রী কেশব প্রধান।

কোলকাতার বাইরে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, রানিগঞ্জ এলাকা থেকেও মোট 45টি স্কুল অংশগ্রহণ করে।

প্রায় 50 জন বিজয়ী, তাদের শিক্ষক ও অভিভাবক মিলিয়ে আরও 80 জন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ও শ্রী কেশব প্রধানের ভাষণে সকলে মুগ্ধ । ভ্রাঃ রিশভ কোঠারী SRCM ও ইউনাইটেড নেশনস্ এর একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন।

পশিমবঙ্গ থেকে দুজন জাতীয় স্তরে বিজয়ী হয়েছে । হুইশা গানেরীওয়াল, লরেটো স্কুল, প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আর ঈপ্সিতা দাসগুপ্তা 2য় বিভাগে 2য় স্থান অধিকার করে। প্রত্যেক বিজেতাকে শংসাপত্র ও একটি করে 'Youth: A Time of Promise and for Effort' বই উপহার দেওয়া হয়।

আশ্রমের শান্ত গম্ভীর ও মনোরম বাতাবরণ উপস্থিত সকলকে আত্ম নিবিষ্ট করে তোলে ও অনেকেই মিশন ও মিশনের কাজকর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত হন । তাঁরা অনেকে লাইব্রেরীতে গিয়ে বিভিন্ন বইতে মিশনের সাধনা পদ্ধতির ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে থাকেন।

ছাত্র–ছাত্রী ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যদিও খুব ছোট্ট সুযোগ তবুও তাদের ভাবধারায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হৃদয়ে এক সুর বাঁধা হয়ে গিয়েছে।

আঞ্চলিক আশ্রম – জয়পুর

জয়পুর–আজমীর সড়কের উপর অবস্থিত জয়পুর আশ্রম রাজস্থানের আঞ্চলিক আশ্রম । শহর থেকে 19 কিমি ও বিমানবন্দর থেকে 23 কিমি দূরে এই আশ্রম অবস্থিত । দশ একর জমির উপর এই আশ্রম । 2002 সালের আগস্ট মাসে জমি অধিগ্রহণ কর হয় । এর সংলগ্ন 20 একর জমিতে এক অভ্যাসী কলোনী 'মাস্টার ক্রিয়েশন্' গড়ে উঠেছে ।

27 অক্টোবর 2002 সালে যখন গুরুদেব এখানে আসেন তখন বাঁশের বেড়া দেওয়া ধ্যানকক্ষ, রান্নাঘর, অফিস এবং গুরুদেবের কুটির বিদ্যমান ছিল । তাঁর পরপর কয়েকবার পরিদর্শনের পর এখানে আশ্রমের পরিকল্পনা দানা বাঁধে ও সেইসঙ্গে অভ্যাসী কলোনীও গড়ে ওঠে । তাঁর নির্দেশে এই আশ্রম রাজস্থানের শৈল্পীক ধাঁচে তৈরী হয় ।

17 মে 2009এ গুরুদেব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার 15 মাসের মধ্যে অভ্যাসীদের সহৃদয় সহযোগিতায় আশ্রমের কাজ সম্পূর্ণ হয় । 30 জুলাই 2010এ গুরুদেব এই আশ্রম পূজ্য বাবুজী মহারাজকে উৎসর্গ করেন । রাজস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের অভ্যাসীরা ঐ দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । গুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন, রাজস্থান তাঁর এক অন্যতম প্রিয় জায়গা । তিনি বলেন, যেখানে সমর্পণ সেখানে প্রকৃতির আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে থাকে ।

সুপরিকল্পিত আশ্রমে 10000 বর্গ ফুট ধ্যান কক্ষ ও 6300 বর্গ ফুট গুরুদেবের অফিস রয়েছে । বহুশয্যাবিশিষ্ট শয়ন কক্ষে 300 জনের থাকার ব্যবস্থা আছে । সমগ্র আশ্রম নানারকম গাছপালায় সুসজ্জিত ।

আশ্রমের প্রশান্তময় বাতাবরণ অভ্যাসীদের কর্মতৎপরতার যারপরনাই অনুকুল । নানা প্রশিক্ষণ শিবির, VBSE কাজকর্ম, প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, যুব–কার্যকলাপ, মুক্ত আলোচনা চক্র সারাবছর ধরে চলতে থাকে ।

এই 'জ্যোতির্কেন্দ্র' সব অভ্যাসীকে মিশনের কাজে ও তাঁর মতো গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছে ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.